টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিণ্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

কর্ম্মক্লান্ত শরীরে মানুষ যখন
ঝিমিয়ে পরে তখন প্রয়োজন হয়
একটু উৎসাহের
সেই উৎসাহ জুগিয়ে দেবে
★★
★
চা ভাণ্ডারের চা
হেড অফিস—রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ব্রাঞ্চ — রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা

৫৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৫ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৭৬ ইং 22nd Oct. 1969 | ২৩শ সংখ্যা

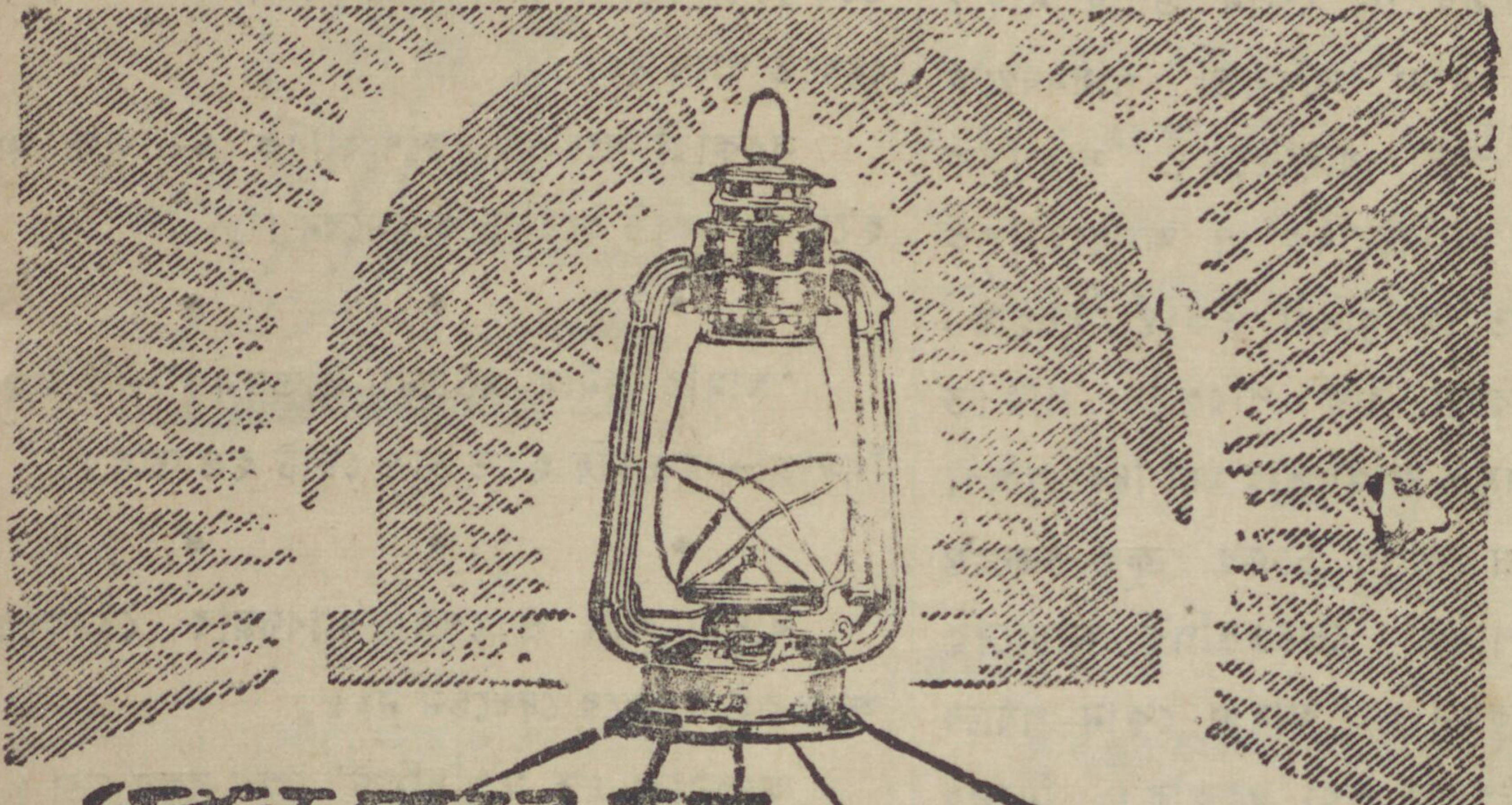
সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আমাদের গ্রাহক ★
অনুগ্রাহক
★ ও পৃষ্ঠপোষকগণকে
শুভ বিজয়ায়
আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই
খেলা ঘর
রঘুনাথগঞ্জ

স্টুডেন্টস্ ফেভারিট
গ্রাহক ও বন্ধুবান্ধব গণকে
৺বিজয়ার শুভেচ্ছা
জানাই
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৭৬ সাল।

॥ ৺বিজয়া ॥

--০—

শুভ ৺বিজয়ার পর আমরা এই প্রথম প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি। আমাদের পত্রিকার পাঠক, গ্রাহক-অনুগ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি আমরা ৺বিজয়ার সান্তর অভিনন্দন ও শুভকামনা জানাইতেছি; তাঁহাদের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করি। সমস্যাদীর্ণ এই রাজ্যে শান্তি আসুক—মায়ের নিকট এই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' একখানি ক্ষুদ্র সাপ্তাহিক হইলেও ইহা নির্ভীকভাবে যত অপ্রিয়ই হউক, সকল সত্য বলিবার ক্ষমতা রাখে। বোধ করি, এই জন্যই সে সকলের স্নেহধন্য হইতে পারিয়াছে। আর ইহাই এই পত্রিকার প্রেরণার উৎস।

মা আসিয়াছিলেন। 'আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে' দেশ ছাইয়া গিয়াছিল। নবমীর নিশি-প্রভাতে মায়ের বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছিল কন্যাকে বিদায় দেওয়ার পালা স্মরণ করিয়া। কিন্তু বিদায় দিতে হইয়াছে। গৌরী রাখিয়া গিয়াছেন 'পুনরাগমনায় চ'-এর প্রতিশ্রুতি। বর্ষ-চক্রের আবর্তনে আবার একদিন শারদ-প্রভাতে তিনি বঙ্গের অঙ্গে অঙ্গে আনন্দ-পুলকের শিহরণ জাগাইয়া তুলিবেন। এই আশাই বর্তমান বিরহবিধুর মুখচ্ছবি ক্ষণিকের জন্য উদ্দীপ্ত করে। তথাপি সব কিছু ছাপাইয়া মায়ের প্রত্যাগমন মনবীণায় যে বিষাদের সুরমূর্চ্ছনা জাগায়, তাহা একান্ত উপলব্ধির বিষয়। যে সুন্দরের সঙ্গলাভে অন্তর ধন্য হইয়াছিল, এখন তাহার পরিসমাপ্তি। কিন্তু মিলন সুধাটুকু এখনও প্রাণে সঞ্চিত থাকে বলিয়াই শত্রু মিত্র, স্বজনপরজন নির্বিশেষে আমরা প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হই। মনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভজঞ্জালকে স্থান দিতে চাহি না। স্বতঃই মনে হয় 'মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ'। বলিতে চাই 'তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে কেহ নহে নহে দূর; আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তারি বিচিত্র সুর'। ইহাই ভারতের মর্মবাণী। শুভ বিজয়ার শুভেচ্ছা, বড়দিনে প্রীতি ও ঈদমোবারক একই সুরে বাঁধা; একই উহাদের আধ্যাত্মিক চেতনা; সমান তাহাদের আত্মিক শক্তি। ভিন্নতর ক্ষেত্রে এই চেতনার ব্যত্যয় অত্যন্ত ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয়।

আজ দেশে এই আদর্শ, এই শিক্ষা কতটুকু পালিত হইতেছে? মহামানবদের ধ্যানের ভারতের এই বিপন্মুক্তি কতদিনে হইবে? পৃথিবীর বুকে অশান্তি বহ্নি নির্বাপনের কি কোন উপায় নাই? রাজনীতির মঞ্চে নানা পঙ্কিলতা শাসনযন্ত্রকে জটিলতার পথে লইয়া যাইতেছে; সামাজিক বিশৃঙ্খলার উপরে আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক পীড়ন-আবর্তে ভারত তথা পৃথিবী একান্ত অসহায়। 'শান্তির ললিত বাণী' ব্যর্থ পরিহাসে পরিণত হইয়াছে। এক অদ্ভুত অস্থিরতার মধ্য দিয়া পৃথিবী চলিতেছে। হিংস্র লোলুপ চক্রের ক্রূর চক্রান্তে জীবন বিপর্যয়ের পথে। চৈতন্যরূপিণী আমাদের আত্মচৈতন্য দান করুন। আমরা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছিয়াছি তাহা উপলব্ধি করা দরকার। নিজের ঘরে নানা বিবাদ বাধাইয়া দলীয় স্বার্থপূরণে, দলীয় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিতেছি। আমাদের দল-কোন্দলে দেশের শাসনব্যবস্থা এক বিরাট অচলায়তনের মধ্যে পড়িয়াছে। ক্ষমতাসীন বিভিন্ন দলের সম্মিলিত ফ্রন্ট ক্রমবিযুক্তির পথে এবং ঐক্যহীন। ইহাও সহ্য করিতে হইবে, এই দুর্যোগ্য ভাগ্য নির্দিষ্ট—এইরূপ মনে করিয়া পঙ্গু হইয়া থাকার কারণ নাই। 'দুঃসহ ব্যথা'র অবসানে 'বিশাল প্রাণ' এর জন্ম হয় সত্য, কিন্তু তাহার জন্য চাই আত্মশক্তির উদ্বোধন। আদ্যাশক্তি মহামায়া আমাদের অন্তর্বিপ্লবের মধ্য দিয়া তীব্র দাহন অন্তে সেই শক্তির জাগরণ ঘটাইবেন।

৺বিজয়া মানুষের সেই শুভবুদ্ধি, সেই মহৎবোধকে জাগাইয়া দেয়। আমাদের রাষ্ট্রে তথা রাজ্যে বহু ব্যাধির ভার। ইহাদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া একটা হারকিউলিসীয় কাজ। এই অবশ্য কর্তব্যের সম্পাদন এক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ছাড়া সম্ভব নয়। মাতৃমন্ত্রের চির উপাসক বঙ্গসন্তান আজ জগন্মাতার নিকট সেই মহান্ উপাসকের আবির্ভাব প্রার্থনা করিতেছে।

হর্ষবর্দ্ধন

—শ্রীবাতুল

যুক্তফ্রণ্টে হ'ল কী বলুন তো? —প্রশ্ন।

—অক্টোবরীয় ব্যাট্‌ল্‌ফ্রন্ট!

* * *

সিনেমায় এবার চারটি 'শো' হ'তে যাচ্ছে। তবে স্কুলের ছেলেমেয়েরা নাকি বেলা ২টার 'শো' দেখতে পাবে না।

সরকারী আয় এর দরুণে বার্ষিক ৬২ লক্ষ না হ'য়ে ৬২ কোটি হবে দেখে নেবেন।

* * *

'আমার দুর্নাম ঘটানো লাভজনক'—শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা—বড় যদি হ'তে চাও ছোট হও তবে।

* * *

বাদশা খান ও শেখ আবদুল্লার বৈঠককে অনেকেই সুনজরে দেখছেন না।

আপনারা এত 'পেসিমিস্ট' কেন বলুন তো?

* * *

কংগ্রেস নেতাদের বিরোধ মেটানো অসম্ভব নয় বলে মনে করেন শ্রীকৃষ্ণমাচারী।

হাঁটিতে শিখে না কেহ না খেয়ে আছাড়।

* * *

প্রশ্ন: মহিষাসুর বধের পূর্বে দেবগণ মহামায়ার অভিবন্দনায় 'জটাজূটসমাযুক্তাম্ ·····' বলেন কি ক'রে? কেন না, ওই মন্ত্রের মধ্যে আছে—'দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতম্। কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামাঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি'।

উত্তর: আকাশবাণী কলিকাতা প্রচারিত মহিষাসুরমর্দিনী সঙ্গীত-বীথির এবারের নব মার্কণ্ডেয় পুরাণ!

ভিখারীর বিজয়ার গান

মা জগদম্বা তাঁহার পিত্রালয় গিরিরাজ হিমালয় ভবনে মাত্র তিন দিন থাকিয়া শিবের সহিত কৈলাসে গমন করিলে জননী মেনকা তিন দিনকে স্বপ্ন বলিয়া স্বামীর নিকট বিলাপ করিতেছেন। পূর্ব্বে ভিক্ষুক এক মুষ্টি তণ্ডুল বা একটি পয়সার বিনিময়ে রাণীর খেদ বেহালা বাজাইয়া গান করিত।

গান

গিরি! গৌরী আমার এসেছিল।
যেন স্বপ্নে দেখা দিয়ে
চৈতন্য করিয়ে চৈতন্যরূপিণী
কোথা লুকাইল।

কহিছে শিখরী কি করি অচল,
নাহি চলাচল, হলাম হে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারাইল।

* * *

দেখা দিয়ে কেন এত মায়া তার,
মায়ের প্রতি মায়া হলো না মহামায়ার
দেখ দেখি গিরি, কি দোষ আমার
পিতৃ দোষে মা মোর, পাষাণী হ'ল।

জঙ্গিপুর মহকুমা

ফুড এণ্ড সাপ্লাই বিভাগের সমস্ত কর্ম্মচারিগণের বিক্ষোভ

সদলে মহকুমা-শাসকের নিকট গমন

জঙ্গিপুর মহকুমার বর্ত্তমান খাদ্য-নিয়ামক মহাশয় কার্য্যে যোগদান করার পর হইতেই তিনি বিভাগীয় কর্ম্মিগণের, ডিলারগণের ও জনসাধারণের অপ্রিয় হওয়ার কারণ কি? সকলেই তাঁর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ। শারদীয়া মহাপূজার পূর্ব্বে সকলেই টি-এ বিল পাইতে আগ্রহী। নিয়ামক মহাশয়কে কর্ম্মিগণ উপরোধ অনুরোধ করায় তিনি অতি কষ্টে জুলাই মাস পর্য্যন্ত টি-এ বিল দিতে রাজী হন। কিন্তু তিনি ধুলিয়ানের ইন্সপেক্টর বাবুর বিল করতে রাজী হন নি। সেজন্য এই বিভাগের সমস্ত কর্ম্মচারীদের সঙ্গে মহকুমা 'সমন্বয় কমিটি' এর সদস্যগণও মিছিল সহকারে মহকুমা-শাসক মহোদয়ের নিকট গমন করেন। তিনি সমস্ত বিষয় শুনিয়া ঐ বিভাগের কর্মীগণকে প্রতিকার করিবার আশ্বাস দেন।

প্রাপ্ত

--০--

মাননীয়
"জঙ্গিপুর সংবাদ" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর '৬৯ তারিখের পাক্ষিক 'বাণীকণ্ঠে' প্রচারিত "বালিকাদের বিক্ষোভ" শীর্ষক সংবাদে আমাদের তীব্র প্রতিবাদ এই যে আমরা কোন রকম বিক্ষোভ প্রদর্শন করি নাই। প্রধানা-শিক্ষিকা বা অন্য কোন শিক্ষিকা আমাদের প্রতি কোন দুর্ব্যবহার করেন নাই।

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়ের-দশম শ্রেণীর (বিজ্ঞান বিভাগ) এর ছাত্রীবৃন্দ—শিখা মিত্র, অলোকা দে, হাসনে আরা বেগম, সাধনা সরকার, মঞ্জুলিকা দে, অঞ্জলি সাহা, কল্পনা ব্রহ্মচারী, প্রীতিলতা সরকার, কল্যাণী বড়াল, অর্চনা দাস।

জঙ্গিপুরে আইনমন্ত্রী

গত ১৪ই অক্টোবর মঙ্গলবার বৈকালে পশ্চিম-বঙ্গের আইনমন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল মহাশয় তাঁহার স্পেশাল সেক্রেটারী, মুর্শিদাবাদের জেলা-শাসক ও মুর্শিদাবাদের জেলা জজ সমভিব্যাহারে জঙ্গিপুর দেওয়ানী ও ফৌজদারী, আদালত পরিদর্শন করেন। তিনি উভয় আদালতের আইনজীবীদের সঙ্গে মিলিত হন। আগামী নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে অথবা ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ কার্য্য আরম্ভ হইবে বলেন।

হাতে গড়া নৌকোয় আটলান্টিক পাড়ি

দুই ভাই রলফ্ আর গেরহার্ট কাজিবেক। তিন বছর খেটে ভাঙাচোরা জাহাজের অংশ জুড়ে একটা সাঁইত্রিশ ফুট নৌকো বানিয়ে তারা ও তাদের দু'জন বন্ধু মিলে জেনোয়া বন্দর থেকে ছেড়ে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে পৌঁছে আবার সেখান থেকে ফিরে এসেছে। এই পরিক্রমায় তারা বাইরে থেকে কিনেছিল একটা শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার ও একটা তিরিশ ঘোড়ার ইঞ্জিন। ৯,১০০ সামুদ্রিক মাইল পাড়ি দিতে তাদের দেড় বছর লেগেছে।

(আই, সি, এস,)

খাদ্য প্রদর্শনী আনুগা—৬৯

আনুগা অর্থাৎ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ খাদ্য প্রদর্শনী। স্থান কোলোন, পশ্চিম জার্মানী। কি নেই এখানে? ভারতীয় গোলমরিচ থেকে রাক্ষুসে জার্মান কুমড়ো, ছোলাভাজা থেকে বিরাট চীজ, সব হাজির। শুধু খাদ্য নয়, খাদ্য সংরক্ষণের সাজ-সরঞ্জামও প্রচুর। শ'দুয়েক ফুটবল মাঠের মত জায়গা ঘিরে এই প্রদর্শনী বসেছে। দেশ-বিদেশ থেকে অজস্র দর্শক আর ব্যবসায়ী। পশ্চিম জার্মানীতে এই প্রদর্শনী করার একটা উদ্দেশ্য আছে। খাদ্যে পশ্চিম জার্মানী ঘাটতি দেশ অথচ সমৃদ্ধশালী দেশ। তাই বিভিন্ন দেশের খাদ্য এদেশে রপ্তানী করার যথেষ্ট সুযোগ আছে আর সেই সুযোগের পথ খুলে দেয় আনুগার মত প্রদর্শনী।

(আই, সি, এস,)

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন**, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-১	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:	ফোন : ৫৫-৪৩৬৬

আর পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য **আর. পি. ওয়াচ কোং** র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪'০০ চারি টাকা, শহরে ৩'০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১'২৫ এক টাকা পঁচিশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৬০'০০ ষাট টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩২'০০ বত্রিশ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১৮'০০ আঠার টাকা। তিন টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)